দৈনিক ইত্তেফাক

052

19 AUG 1988

সাম্প্রদায়িকতার বীজ ছড়ানোর কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের সম্পর্কে সজাগ থাকিতে হইবে—এরশাদ

প্রেসিডেন্ট এইচ. এম এরশাদ বলিয়াছেন, তাঁহার সরকারের সকল কর্মসূচীর লক্ষ্য হইতেছে জনগণের অবস্থার উন্নতি করা।

বাসস জানায়, গতকাল (বৃহস্পতিবার) ঢাকার অদূরে পাগলায় শিক্ষা ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

এরশাদ

(১ম পৃঃ পর)

এক সমাবেশে বক্তৃতাকালে প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন, এই লক্ষ্য সামনে রাখিয়াই দেশের রাজনীতি এবং প্রশাসন পুনর্বিন্যাস করা হইয়াছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশে সকল সম্প্রদায়ের লোক সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে বসবাস করিতেছে এবং ভবিষ্যতেও করিবে আমরা বাংলাদেশী—ইহাই আমাদের বড় পরিচয়। সাম্প্রদায়িকতার বীজ ছড়ানোর কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের প্রতি সজাগদৃষ্টি রাখার জন্য প্রেসিডেন্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

শিক্ষামন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, চীফ হুইপ এম. এ সাত্তার, শিক্ষাসচিব হেদায়েত আহমদ, শ্যামপুর ইউপি'র চেয়ারম্যান লুৎফর রহমান এবং নারায়ণগঞ্জের শিল্পপতি মোহাম্মদ আলী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী এইচ এম এ গাফফার, সংসদ সদস্য, শিক্ষাবিদ, সমাজকর্মী এবং পদস্থ সরকারী কর্মকর্তাগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

প্রেসিডেন্ট বলেন, ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের বিত্তবানদের অর্থ-সাহায্যে শিশু শ্রমিকদের জন্য পাগলায় যে প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু হইতে যাইতেছে উহা তাহার ওয়াদারই ফলশ্রুতি। রাজধানী এবং নারায়ণগঞ্জের কলকারখানায় কর্মরত কম সুবিধাভোগী শিশু শ্রমিকদের জন্য ঢাকায় ৫টি এবং নারায়ণগঞ্জে ২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করা হইয়াছে। ইহা কোন বিচ্ছিন্ন উদ্যোগ নয়। ইহা কর্মসূচীর শুরু মাত্র, যাহা পরবর্তীতে সারা দেশে ছড়াইয়া পড়িবে। অধিকার ট্রাস্টের জরিপে শিশুশ্রমিকদের অবস্থা যথাযথভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে। পাগলার স্কুলটি অধিকার ট্রাস্ট পরিচালনা করিবে।

প্রেসিডেন্ট অনুষ্ঠানে ঢাকা এবং নারায়ণগঞ্জের দাতাদের নিকট হইতে ১২ লক্ষ ১০ হাজার টাকা দান হিসাবে গ্রহণ করেন।

কয়েকমাস আগে প্রেসিডেন্ট ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সড়কপথে যাওয়ার সময় পথিমধ্যে শিশু শ্রমিকদের ইট ভাঙ্গিতে দেখেন। তিনি সেখানে গাড়ী হইতে নামিয়া তাহাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা শুনেন। তিনি ঐ সময় তাহাদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতি দেন। পরে পাগলার স্কুলভবন নির্মাণের মাধ্যমে তাঁহার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করা হয়। প্রেসিডেন্ট পরে স্কুল পরিদর্শন করেন।